জুলাই সনদ ও আহতদের পূর্নবাসনের দাবিতে জুলাই যোদ্ধাদের সড়ক অবরোধ,ভোগান্তিতে জনগণ

সংগৃহীত ছবি

জুলাই সনদ, জুলাই ঘোষণাপত্র এবং আহতদের পুনর্বাসন ও ভাতার দাবিতে বৃহস্পতিবার (৩১ জুলাই) সকাল ১১টা থেকে ঢাকার শাহবাগ মোড়ে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেছেন "জুলাই যোদ্ধারা"। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তারা। এতে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। ফলে পুরো এলাকা স্থবির হয়ে পড়ে এবং বৃষ্টির মধ্যে সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েন। বিকল্প পথে যানবাহন চললেও অনেক যাত্রীকে গন্তব্যে যেতে হেঁটে রওনা হতে দেখা যায়।

বিক্ষোভকারীরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, জুলাই সনদ ও ঘোষণাপত্রের বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ঘোষণা না আসা পর্যন্ত তাদের এই অবরোধ কর্মসূচি চলবে। অবস্থান কর্মসূচির সময় তারা "বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর", "জুলাই সনদ নিয়ে তালবাহানা চলবে না", "রক্ত লাগলে রক্ত নে, জুলাই সনদ দিয়ে দে" —এমন সব উদ্দীপনামূলক স্লোগানে মুখরিত করে তোলে শাহবাগ এলাকা।

অবরোধে আটকে পড়া সাধারণ মানুষ তীব্র ক্ষোভও প্রকাশ করেন। পথচারী ইমরান হোসেন বলেন, "দুই দিন পরপর সড়ক অবরোধ হয়। এর ভোগান্তি আমাদের মতো সাধারণ মানুষদেরই পোহাতে হয়।"

শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মনসুর বলেন, "অবরোধের ফলে শাহবাগ মোড় হয়ে চারপাশের সড়কে যানজট সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।"

বিক্ষোভকারীদের দাবিগুলো হলো— "জুলাই শহিদ" ও "জুলাই যোদ্ধাদের" রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে তাদের অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে। শহিদ পরিবার ও আহতদের জন্য আজীবন সম্মান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কল্যাণের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে। আহতদের চিকিৎসা ব্যয়, পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিতে হবে। পাশাপাশি শহিদ পরিবার ও আহতদের জন্য সম্মানজনক ভাতা চালু ও বিশেষ আইনি সহায়তা কেন্দ্র গঠন করতে হবে। দমন-পীড়নের ঘটনার বিচার আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে সম্পন্ন করতে হবে এবং সত্য উদ্ঘাটনে স্বাধীন ন্যায় কমিশন গঠন করতে হবে, যাতে আন্দোলনের প্রকৃত তথ্য সামনে আসে এবং বিচার নিশ্চিত হয়।